দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 30 SEP 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তের উদ্যোগ গ্রহণ ॥ কমিটি গঠন

॥ নিজামুল হক ॥

সরকার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সময়ের আর্থিক অনিয়ম, নিয়োগ বাণিজ্য ও দুর্নীতি তদন্তের উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশ হিসাবে হাইকোর্টের এক বিচারপতিকে নিয়ে এক সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার তদন্ত কমিটির সদস্য করার জন্য হাইকোর্ট থেকে একজন বিচারপতির নাম শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেনকে প্রধান করে এক সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি প্রয়োজন অনুযায়ী কমিটিতে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন। দু-একদিনের মধ্যে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হচ্ছে। এর আগে হাইকোর্টের বিচারপতি মোজাম্মেল হোসেনকে কমিটির প্রধান করা হয়। কিন্তু তিনি আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ পাওয়ায় নতুন করে সৈয়দ মাহমুদ হোসেনকে এ পদের জন্য মনোনয়ন করা হয়।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, চারদলীয় জোট ক্ষমতা গ্রহণের পর প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএনপি সমর্থিত ভিসি নিয়োগ করা হয়। মেয়াদ শেষ হবার পূর্বেই আওয়ামী লীগ সরকারের নিয়োগ দেয়া ভিসিকে সরিয়ে নতুন করে দলীয় শিক্ষকদের ভিসি হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। তারা দলীয় পরিচয় বিবেচনা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ দেন। দলীয় ক্যাডার, বিভিন্ন মামলার আসামি, মেধা তালিকায় শেষের অবস্থানে থাকাদের নিয়োগ দেয়া হয় শিক্ষক-কর্মকর্তা হিসাবে। শুধু তাই নয়, শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়ে কোটি টাকা আয় করেন ভিসি ও তার পরিবার। শুধু ভিসি নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, ট্রেজারার, শিক্ষক নেতারা এ কাজে জড়িত ছিল।

এছাড়া ভিসির পরিবারের প্রতিটি সদস্য সরকারি খরচে একাধিক গাড়ি ব্যবহার করে জ্বালানি খাতে কোটি টাকা খরচ করেছেন। বিভিন্ন মেরামত বাবদ আর্থিক দুর্নীতি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্বালানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ব্যবহার করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নির্দেশনা উপেক্ষা করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ফলে সরকারের ক্ষতি হয়েছে কোটি টাকা। এ বিষয়গুলোও খতিয়ে দেখা এবং এ খাতে জড়িত ভিসি ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। এর বাইরে যে সব অনিয়ম রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত করা হবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র অনুযায়ী, যেসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় দুর্নীতির শীর্ষে রয়েছে, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। তবে এর বাইরে অভিযুক্ত ভিসিদের বিরুদ্ধেও তদন্ত করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন, দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত ভিসিদের সরিয়ে দেয়া হলে তারা তাদের পূর্বের কর্মস্থলে শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। তারা আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি করেও রেহাই পেয়ে যান। যাতে ওইসব ভিসির বিচারের আওতায় আনা যায় সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে। অভিযুক্ত সাবেক ভিসিরা যেখানেই থাকুন না কেন, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।